জীবন তরী
মায়ারানি সাহা

জীবন তরী

মায়ারানি সাহা

অন্তহীন প্রকাশনী

উৎসর্গ

প্রয়াত সন্তোষ কুমার সাহা'কে

জীবন তরী

১

কোন নদীতে ভাসাই লো সজনী
তোমার সাধের নাও
ঝড় আইল তুফান আইল,
নাও বাইয়া যাও।
আম বইলাম ধান বইলাম,
বইলাম পাড়াপড়শী,
মনের সুখে নাও বাওরে
ওগো পরদেশী।
তোমার আমার মনের মাঝে
নাইকো ব্যবধান,
তুমি আমি খাটি যদি
বাড়বে দেশের মান।
ময়ুরপঙ্খি নাও যে তোমার
চলে উজান বাইয়া,
ভিনদেশে গেলে সজনী
যাইয়ো ঘরে কইয়া।
কোন নদীতে ভাসাইলা সজনী
তোমার সাধের নাও, গো সজনী,
তোমার সাধের নাও।

২

ও বন্ধুরে তোর ভাঙা ঘাটে
ভিড়ল আইসা আমার সোনার তরী,
এইবার আইসা তোরা ওগো
নেনা আমায় বরী।
হালে আমার নাইকো পানী
ছিড়্যা গেছে পাল
পাবিনা আর বইতে ওগো
তরী হইল বেসামাল।
ঝড় আইল কত, ঝঞ্ঝা তুফান রে
তরী আমার ডুবল না।
কত লোক দাঁড়াইয়া আছে
আমার তরীর আশায়,
তুই বন্ধু দেইখা যানা
পইড়াছি ভাবনায়।
তরী চলে ছলাৎ ছলাৎ
নদীর কুলে কাল
শ্রী হরি ভরসা রাখি
হব ভবনদী পার, তাই,
বৈঠা খানি বাইও বন্ধু,
হেলিয়া দুলিয়া, নদীর বুকে
বাইব বন্ধু শ্রীহরি কইয়া।

৩

ও মনমাঝিরে
মনটারে তুই বাঁইন্ধা রাখিস
শক্ত খুঁটি দিয়ারে,
শক্ত খুঁটি দিয়া।
মন তরী দুইটা গেলে
আর নাগাল পাইবি নারে।
স্রোতমাঝে পইড়া তরী
খাইবে হাবুডুবুরে।
ক'জনা আইল ঘাটে
ধইরবে মনতরী
মনের মতন বাইয়া তারা
নিবে বরণ করি।
তুই মাঝি রইলা কেনে
অকূল পাথারে,
তরী যদি ছুইটা যায়
আর নাগাল পাইবি নারে,
সামলে নেনা সাধের তরী,
এই মিনতি করি আমি।
কখন যে ভাই উঠবে ঝড়,
কখন যাবে বাড়ি।
ও মন মাঝিরে
মনটারে তুই বাঁইধা রাখিস
শক্ত খুঁটি দিয়ারে,
শক্ত খুঁটি দিয়া...

৪

ও পদ্মানদীর মাঝিরে
জোরে জোরে তোমার পানসি
বাহিয়া যাওরে।
ঐ দেখো না আকাশপথে
মেঘে মেঘে করে জটলা
কখন যে ঝরবে বারি
নাহি ঠিকানা নাইরে।
নদীর এ কূল ও কূল
দুই কূলেই ভরা
পাইনা কূলকিনারা।
কোন কূলেতে যাইবা মাঝি
তোমার পানসি যাও ভাসাইয়ারে,
ও পদ্মানদীর মাঝিরে
জোরে জোরে তোমার পানসি
বাইয়া যাওরে।
নদী কান্দে থাইকা থাইকা
জলের ঢেউ লাগে ঘাটেরে
ঘাটের বধু কলসি বাইয়া
ঘরে ফিরা যায়রে,
ও পদ্মানদীর মাঝিরে
জোরে জোরে তোমার পানসি
বাইয়া যাওরে।

৫

ও মন মাঝিরে
দুখের তরী বাইতে
পরান কাইন্দা মরেরে।
হায় হায় তরীর পাল নাই
হাল নাইরে,
ধীরে ধীরে চলে তরী
উজান বাইয়া বাইয়ারে।
বৃষ্টি আইল তুফান আইল,
সেই তুফানে উড়াইয়া নিল
আমার সাধের তরীরে।
হায় হায় দুখের কথা কী বইলব,
বইলতে নাহি পারিরে।
ঝড়ের চোটে তরী আমার
ঠেকল মরা বালুচরেরে,
ও মন মাঝিরে
দুখের তরী বাইতে আমার
পরান কাইন্দা মরেরে।

৬

নামের সাগরে ভাসায়ে তরী
কে বেয়ে যায়রে,
আয়রে তোরা আয়রে সবে
একবার দেখে যারে।
তরী হেলিয়া দুলিয়া চলে
চলে ধীরে ধীরে,
উথালি পাথালি ঢেউয়ে
সে তরী হারায়ে যায়রে।
তরীর মাঝি যে জন সেতো
তুমি আমি না, হাল ধরি
বইসা আছে, তার শিখীচূড়া,
আর গলে মণিমালা
হাতেতে বাঁশের বাঁশি,
বসিয়া একেলা।
সে যে তরীর হাল ধরেছে,
এবার তরী নড়ে নারে।
নামের বানে ভাসে তরী
ভবসাগর মাঝেরে।

৭

আমি বইসা আছি ঘাটের কিনারে
কূলে চাইয়া চাইয়ারে
পাগলা হাওয়া মোরে
পাগল করলো রে।
দিকে দিকে বইয়া যায়
হাওয়া ধীরে ধীরে
পাগলা হাওয়া মোরে
পাগল করলোরে।
ওই দেখ না আকাশ পানে
পাখিরা সব উড়ে চলে,
মনে নাইরে শান্তি,
কত কথা তারা বলে
দূর গগনে মেঘের মাঝেরে,
তারা বুঝি যায় অভিসারে।
কত কথা মনে পড়ে
তাদের বারে বারে।
আকাশ পথে ছুটে বেড়ায়,
কী দুখ সাথে লইয়ারে
কী দুখ সাথে লইয়া, যদি
দেখতে পাইরে, যদি
দেখতে পাই।
কুলের হাওয়া করল আকুল
মোরে বারেবারে রে
মোরে বারে বারে।

৮

নদীর ঘাটে নাইতে গিয়া
বন্ধু আমার পড়ল পাঁকেতে,
কোন গ্রহের কোপে পইড়া
আর না আইল বাড়ি ফিরারে।
অথৈ জলে ডুবুডুবু
বন্ধু কাঁইদা মরেরে।
কতলোকে চেষ্টা করল,
তবু ধরা দিলা নারে।
নিয়তির সে খেলা ছিল,
বন্ধু চইলা গ্যালারে,
নদীর ঘাটে নাইতে গিয়া
বন্ধু ডুবলা পাঁকেরে।
বন্ধু বিহনে আমার
পরান ফাইটা যায়,
জীবন ভইরা বন্ধুর লাইগা
করি হায় হায়।
নদীর ঘাটে নাইতে গিয়া...

৯

ও পারের কান্ডারি,
পারের কথা শুধাই তোমারে,
আমার না আছে পারের কড়ি,
কী দিব তোমারে হরি,
কথা দিয়া এসেছিলাম
ভবমাঝারে।
মায়ার ফাঁদে পড়ে আমি
ভুলে গেলাম তোমারে।
না আছে ভক্তি আমার
না রইল শক্তি,
শুধু গঙ্গাজলে করব পুজা
নিয়ো বরণ করে,
ও পারের কান্ডারি,
পারের কথা শুধাই তোমারে।
মন বলে তুমি আছ;
চোখ বলে নাই,
কেমন করে চিনব তোমায়
চিনি কী প্রকারে,
ও পারের কান্ডারি
পারের কথা শুধাই তোমারে।

১০

এবার নদের ঘাটে ভিড়লরে ভাই
গৌরাঙ্গের তরী,
অদ্বৈত ধরেছে হাল
মাঝি গৌরহরি।
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ
হরি গুণ গায়,
নামের জোয়ারে সবে
সবে ভেসে যায়।
রূপ সনাতন দুই ভাই তারা
গানে তাদের জুড়ি নাই,
তাদের সবার সনে
সবাই মিলে বলো হরি হরি।
এবার নদের ঘাটে ভিড়ল ভাই
গৌরাঙ্গের তরী,
রায় রামানন্দ মহাভাগবত
প্রেমে দেয় গড়াগড়ি
রাধার প্রেমে মত্ত হয়ে
সবে বলো হরি হরি।

১১

পুবাল গাঙে ভাসাইলা সজনী
তোমার পানসি নাও
ঝড় আইল তুফান আইল
নাও বাইয়া যাও।
আগ বইরলা মাগ বইরলা
বইরলা পাড়াপড়শি
শক্ত কইরা ধইরো সজনী
নাওয়ের পালের রশি।
আকাশেতে মেঘ নাইরে
নাইরে হাওয়া বাতাস,
মাঝ দরিয়ায় যাইয়া সজনী
হইয়োনা হতাশ।
কতজনা বইসা আছে
পারের আশায়,
জোরে জোরে বৈঠা চালাও
প্রভুর ভরসায়,
মেঘ মামারে যাইয়া কইয়ো
তুমি উইড়া যাও,
বিদেশেতে যাইবার কালে
খবর দিয়া যাও।

১২

ও বন্ধুরে ভাঙা নদীর পাড়ে ওগো
ঘর বাইন্ধো না। নদীর পাড়ে
ঘর বাঁধনে, নদী নিবে ভাসাইয়া।
জীবন ভইরা তুমি বন্ধু মরবে
কান্দিয়া কান্দিয়া।
নদী হইল জলের আধার
কারও কথা মানেনা,
ও বন্ধুরে, ভাঙা নদীর পাড়ে ওগো
ঘর বাইন্ধো না।
কত প্রাণ নিয়া গেল
নদী বারে বারে,
নদী হইল সর্বগ্রাসী
এ মানব সংসারে।
মা কান্দে বাপ কান্দে
কান্দে ছেলের তরে,
ছেলেযে তার ভাইসা
গেল অকূলপাথারে।

১৩

ও, মন মাঝিরে
মনের খবর রাখিসনারে
সারা জীবন বহিল তরী
তবুতো মনের নাগাল পাইলি না।
মন যে তোর পাগল ঘোড়া
কেমন কইরা বাইন্দা রাখবি তারে,
দূর দেশে মন চইলা যায়
তোমারে ছাইড়ারে।
কেমন কইরা বুঝাই বলো তারে,
পাগলা মনটা আমার
কোথা হইতে কোথা চইলা যায়রে।
জনম ভইরা খুঁইজা তারে
কোথাও পাইবি নারে।
জীবন ভইরা ঘুইরা ঘুইরা
মনের হদিস পাইলি না,
মন যে তোর কোথায় থাকে,
তাও খুইজা পাইলিনা,
ও মন মনের খবর রাখলিনারে,
মনের খবর রাখলিনা।

১৪

ও মাঝিরে পদ্মানদীর মাঝি
তরীখানি ভিড়ও আইসা
ও পারের ঘাটে।
ঝিঁঝি ডাকে জোনাক জ্বলে
সন্ধ্যা অন্ধকারে,
তুই হারাইলিরে
আপন সংসারে।
ঢেউ ওঠে থাইকা থাইকা
নদীর দুইকূলে,
তোর বাঁশি বাজে ধীরে
সুমধুর তালে।
আকাশ জুইড়া মেঘ কইরাছে,
নদী উঠে ফুইলা ফুইলা,
ঢেউয়ের তাড়ায় কাঁপে তরী
নাচে দুইল্যা দুইল্যা।

১৫

ওরে ও মাঝিরে
জোরে নাও বইয়া যাওরে
ঈশান কোণে মেঘ জমেছে,
বাদল এলোরে।
তরীর পাল ছেঁড়া, গলুই ভাঙা
হালে পানি নাইরে, এমন দিনে
বাইতে হবে তরী,
ও মাঝি ভাইরে।
তরী যদি ডুইবা যায়
অকূল পাথারে,
কেমন কইরা তুলবে তুমি
ও মাঝি ভাইরে।
মেঘ ডাকে গুরগুরু
তোমার পরান কাইন্দা মরে,
তোমায় ছাড়া মন লাগেনা
ও মাঝি ভাইরে।
তোমার আশায় বইসা আছি,
যাব বাপের বাড়ি,
সেথায় গেলে দেখতে পাইবা
তরী সারি সারি।

১৬

ও মনরে আমার
সাবধানে জীবনতরী
বাইয়া যাওরে।
তরীর মাঝে একেলা তুমি
চালাও ধীরে ধীরে
মাঝদরিয়ায় গেলে তরী,
কে দিবে সামালরে।
পুব আকাশে মেঘ জইমাছে
ভয়ে ডরে মরি,
কখন যে ডুইববে মাঝি
তোমার সাধের তরী,
তরী পাল ছেঁড়া, গলুই ভাঙা,
হালে পানি নাইরে,
ঝড় উঠলে তুফান আইলে
কোনো ভরসা নাইরে।
বইসা বইসা ভাইবতে ভাইবতে
জীবন চইলা যাইরে
সাবধানে জীবনতরী
বাইয়া যাওরে।

১৭

ও পরানের বন্ধুরে
আমার কথা শুইনা যাওরে,
আমি থাকি নদীর তীরে,
মাঠের ধারে ধারে,
গাঙ্চিল পেঁচা যত
ঘুইরা বেড়ায় আঁধারে।
তাদের নাগাল পাইনা আমি
কাইন্দা কাইন্দা মরিরে,
ও পরানের বন্ধুরে,
আমার কথা শুইনা যাওরে,
জীবন ভইরা নদীর ধারে
থাকে বাসা বাঁইন্ধারে,
গাঙ্চিল যত উইড়া উইড়া
পড়ে জলের উপরে।
মাছ ধইরা খায় তারা
কোনো ভাবনা নাইরে,
ও পরানের বন্ধুরে
আমার কথা শুইনা যাওরে।

১৮

হায়রে জীবনযুদ্ধে হাইরা যাইয়া
একী হল হাল,
সংসার সাগরে ভাসাইলাম তরী
তরী হইল বেসামাল।
তরীর পাল ছেঁড়া, গলুই ভাঙা,
হালে পানি নাইরে,
হেলিয়াদুলিয়া চলে
কে দিবে সামালরে।
মাঝি আমি আনমনা
এ ভবমাঝারে,
প্রভুনাম বিনে আমি
কিছুই জানিনারে,
মাঝদরিয়ায় গেলে তরী
ডুবু ডুবু করেরে।
ঢেউয়ের মাঝে পইড়া তরী
এই পাশ ওই পাশ করের,
প্রভু তুমি দয়া কইরা,
বইও তরীর হাল,
ভবসাগরে পার কইর‍্যা দাও,
উড়াইয়া তরীর পাল।

১৯

আকাশ আজি ঘিরল মেঘে
বাদল আইলরে,
তোরা কে আছিস,
আয়রে ঘরে আয়রে।
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ে
ভাসল মাঠের ধান,
যত ছিল সোনা ব্যাঙ
ধরল মধুর গান।
বাদল দিনে একলা বসে
রব ঘরের মাঝে
কেহ যদি কিছু বলে,
বলবনা আর লাজে।
আকাশ আজি ঘিরল মেঘে
বাদল আইলরে
আমি বসে একা ঘরে,
ভাবি তোমার কথা,
বাদল দিনে আমার মনে
জুটে শত ব্যথা।

২০

ও বন্ধুরে পাগল হাওয়া আমায়
পাগল করলোরে।
আমার মন মানেনা
ছুইটা যাইগো ওই নদীর তীরে,
আমার মনে জাইগা তুফান,
এলোমেলো করলোরে।
সেই তুফানে উইড়া গেলাম,
মনের নাগাল পাইলাম নারে।
ও বন্ধুরে পাগল হাওয়া আমায়
পাগল করলোরে।
মনে মনে ভাইবা মরি
আপন মনের মাঝারে,
মনে আমি পাইনা শান্তি,
বলিব তা কাহারে।
আমার মনে নাইরে শান্তি
কেমন কইরা পাবো তারে
ও বন্ধুরে পাগল হাওয়া আমায়
পাগল করলোরে।

২১

ভাবের হাওয়া লাগল আমার
আমার মনে মনে,
কে আছিস তোরা আয়না ছুটে
আয় না গৃহকোণে।
মনের কথা বলব আমি
সবার কানে কানে।
সবাই জেনে খুশি হোক
রাখুক আপন মনে।
ও বন্ধুরে পরান আমার
কাইন্দা মরে, কইব কারে,
তারি কথা, মরি হাহাকারে।
দুখের কপাল দুখেই পুড়ে
কে তা জানে নারে,
দুখ যদি কপালে থাকে
কে খন্ডাতে পারে।
কত জনা দুঃখ করে
সারা জীবন ভরে,
দুখের কথা ভুইলা যায়,
মরে হাহাকারে।

২২

অমি গান করে যাই
নদীতীরে হায়,
জীবন সন্ধ্যাবেলায়।
গুরু গরজন
ঢেউগুলি চলে
কার বা ইশারায়।
কে যেন মোরে,
মধুর সুরে
ডাক দিয়ে যায় বারেবারে
মুকুরে মুকুরে
ফুটে ওঠে ছবি
সারাটি জীবন ভরে।
দিন বয়ে গেল,
এল যে রজনী
ফুরিয়ে গেলে বেলা,
সারাটি জীবন
কীবা পেলাম,
জীবনে শুধুই অবহেলা।
আমি গান করে যাই
নদীতীরে হায়
জীবন সন্ধ্যাবেলায়।

২৩

নাও চলেরে নাও চলেরে
চলে জোরে যারে,
মেগ উইঠাছে আকাশ পরে
বাদল আইলরে।
আমরা বইসা নদীর তীরে
ভাবি আনমনে
কখন যে নামবে বাদল
অতি খরসনে।
নাওয়ের মাঝি একলা বইসা
নাও চালায় ধীরে ধীরে,
মেগ জইমাছে ঈশান কোনে
বাদল আইলরে।
আয়রে তোরা নদীর ঘাটে
তাড়াতাড়ি আয়রে,
ডাকা হাঁকা কইরা মেঘ
পাড়ি দিলো রে।
পুবাল ঝটকা মারল
নদীর তীরে তীরে রে,
নাও চলেরে নাও চলেরে
চলে জোরে যারে।

২৪

তোমার প্রতীক্ষা

তোমার পথ চেয়ে
বসে আছি তরুতলে,
পুবাল হাওয়া আপন মনে
কত কথা গেল বলে।
মনের মাঝে দিল দোলা,
বসে আমি ভাবি একা,
পরান আমার আকুল করে,
যায়না গো থাকা।
তরুর শীতল ছায়াতে বসি
শরীর জুড়িয়া যায়,
পুবাল হাওয়া পাগল করে
মরি বেদনায়।
জানিনা তুমি আসবে কিনা
এই তরুতলে,
বৃথা বসে সময় কাটাই
তুমি আসবে বলে।
পুবাল হাওয়া থেমে গেল,
এল সাঁঝের বেলা,
আশায় আশায় বসে রলাম,
আমি একেলা।
তোমার পথ চেয়ে বসে রলাম,
আমি একেলা।

২৫

তোরা আয় আয়রে,
আমার দুখের কথা শুইনা যারে।
বাংলা দেশে ঘর ছিল,
ছিল জমিজমারে,
হিন্দু মুসলিম ঝগড়া করল
তাই চইলা আইলাম রে।
সোনার বাংলা ছাইড়া মোরা
দেশান্তরী হইলাম রে।
তোরা আয় আয়রে,
আমার দুখের কথা শুইনা যারে।
সেথায় মাঠভরা ধান ছিল,
পুকুর ভরা মাছ রে,
ধনী গরিব মিলা সবাই
বইসা বইসা খাইত রে।
সোনার বাংলায় সোনা ফোলত,
খুশির সীমা নাইরে।
তোরা আয় আয়রে
আমার দুখের কথা শুইনা যারে।

২৬

ও সজনীরে জোয়ার ভাটার টানে
পরান উছলা পড়ে রে।
আমার জীবন যৈবন শ্যামের তরে
সে না আইল ফিরা রে।
কাঁদিতে কাঁদিতে জনম গেল
তার দেখা পাইলাম নারে।
কোথায় তাহার ঘরবাড়ি
কোথায় তাহার বাস,
জানিনা আমি সজনী,
পরান কাইন্দা মরেরে।
জোয়ার ভাটার টানে আমার
পরান উছলা পরেরে।
লোকে বলে জগত পিতা,
সে জগতেরই গুরু,
তার নাম লইলে সজনী,
শরীর করে দুরুদুরু।
সে বাঁশি বাজায় আপনমনে,
কদমের ডালেরে,
তার নাগাল কি পাইব সজনী,
এই ইহকালেরে।
শ্যামগান গাইলাম কত
সারাজীবন ভইরারে।
কে আছিস তোরা আয় ছুইটা,
নে না তারে বইয়ারে।
শ্যাম বিনা আমার যে রে
কেহ নাই এই সংসারে,
তাই সারা'খন ভাবি আমি,
শ্যামনামের তরে।

২৭

ও কুমারী নদীগো
যৈবন জ্বালায় কোথায় যাওরে,
কখনও বা উজানে কখনও বা ভাইটানে,
কার বা প্রাণের টানেরে।
জোয়ার আইলে হওগো তুমি,
হওগো পাগলিনী,
ঘর ছাইড়া সাগরেতে
যাও গো অভিমানী।
সবার সাথে মিলেমিশে
যাও অভিসারে।
ভাটার টানে ফিরা আইস
আপনারো ঘরে।
কালো জল তোমার মাথায় চুল,
এলোমেলো চলেছে,
ঢেউগুলি তোমার মাথায় বেনী,
দুইলা দুইলা পড়েরে
সাদা সাদা ফেনা রাশি,
তোমার বেনীর ফুল,
জোয়ারের টানে তোমার
ভরে দুইকূল।
কোন বা দেশে যাওগো তুমি
কোন বা গান গাহি,
মেঘমামা ডাকল আজি
তোমার পানে চাইয়ারে।

২৮

ও মন মাঝিরে
আর কতকাল চলবি তুইরে,
উজান বাইয়া বাইয়ারে।
হৃদয় নদীর কূলে কূলে
ঢেউ উঠে দুলে দুলে।
ঢেউয়ের পরে চলে তরী
ঢেউ সইয়া সইয়ারে।
বাতাস বয় কূলে কূলে
তরীর নাই ঠিকানা নাইরে।
ওই দেখো নদীর মাঝে
তুফান আইল ধাইয়ারে,
তাড়াতাড়ি চালাও তরী
উজান বাইয়া বাইয়ারে।
ঝড়ের বেগে তরী কাঁপে,
হৃদয় নদীর মাঝারে,
পাল খানি খাটাব নারে
ও নাইয়ারে মন নাইয়ারে,
আর কতকাল চলবি তুইরে
উজান বাইয়া বাইয়ারে।

--শেষ--

কিছু কথা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবন সংগ্রামে নদী যেন সহযোদ্ধা, প্রণয়ী, বা প্রণয়িনী, প্রাণসখা, বা সুজন। তার জলধারার শব্দে যেন জীবনের কলোচ্ছাস। সে নদীর সঙ্গে আশ্লিষ্টজনের ভাবনায় নদী তার গ্রামজ সংস্কৃতির সহচর হয়ে মিলেমিশে আছে। তাকে নিয়ে কত ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কত রঙ্গরস। কত অভিমান। লেখকের কলমেও নদী তাই জীবনের সাযুজ্যে। নিত্য তার সঙ্গে হৃদয়ের সহবাস। সেখানে উথলায় ঢেউ। আর, তখন সৃষ্টি হয় মরমী কবির আত্মনিবেদনের অনুপ্রেরণা। কবিতায় কবিতায় ভরে ওঠে খাতার পাতা। আত্মজনদের কাছে পৌছাক সে কবিতা সব। নদীকে ঘরের মানুষ ভাবতে শিখলে, অরণ্যকে সহোদর হিসেবে দেখতে পারলে, আজকের এই ত্রাস কবলিত পৃথিবীতে একটু সুখে বাঁচা। যে সুখ মনের কন্দরে কন্দরে অন্যকে ঠাঁই দেবে সাগ্রহে। তাই কবিকে ধন্যবাদ। তার সারস্বত নিবেদনের জন্যে।

বিনীত

কল্লোল চক্রবর্তী